Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 189-193
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

হরিপ্রভা তাকেদার বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা : উনিশ শতকের নারীভাবনার আলোকে

বরুণ মন্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

The book named "Banga Mahilar Japan yatra``is about the three times travelling experience on Japan by the progressive ideologist Mrs.Hariprava Takeda. The book focuses on the socio-cultural activities, religious –culture, feminism and also the Second World War in detail. The book puts light on the modesty is fimidity of the Japanese and is also on special custom of accepting surname of father-in –laws by the grooms who are compelled to stay at in laws` house .Apart from this ,the book also mentions the event of Budhist chief `s worshiping the lord Budha`s idol in his in laws` house. The woman education in japan is also mentioned in the book and it especially stresses on the self-efficient woman and their interest in education.The most important part of this book is the direct experience of the author about the second World war.It revealt the staying of Netaji Subhas Chandra Bose and Nippon Semon Hokei Kaisha at this underground chamber of a seven storied Life Insurance company the time of atom bomb blust in Tokio. The book also mentions the author`s direct conversation with Mr. Rahaman, last companion of Netaji Subhas Chandra Bose and the sad episode of the plan-crashed and the news of the demise of Netaji is also mentioned in the book.

উনিশ শতকের প্রগতিশীল বাঙালি নারী হিসেবে হরিপ্রভা তাকেদা একটি স্মরণীয় নাম। পিতৃদত্ত নাম হরিপ্রভা মল্লিক। তিনি ওয়েমন তাকেদা নামে একজন জাপানি যুবককে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের পাঁচ বছর পর ১৯১২ সালে তিনি প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি জাপানে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ১৯২৮ এবং ১৯৪১ সালেও জাপানে যান। তার তিনবার জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক রচনা 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা'বইটি। হরিপ্রভা তাকেদার "বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা" বইটিতে জাপানের সামাজিক রীতিনীতির বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এই সামাজিক রীতিনীতি বর্ণনা প্রসঙ্গে এসেছে জাপানিদের সৌজন্যবোধের কথা। কোবে শহরের হোটেলে থাকাকালীন সেখানকার দাসীদের দায়িত্বজ্ঞান এবং সৌজন্যবোধ প্রসঙ্গে লেখিকা জানিয়েছেন- "হোটেলের দাসীগণ, যখন যাহা প্রয়োজন হয়, অত্যন্ত যত্নের সহিত ও বিনীতভাবে সম্পন্ন করে। ইহাদের আদর যত্ন বড়ই প্রীতিকর। প্রবেশমাত্র মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসাদি করে। হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া নম্র ও সুমিষ্ট ভাবে কথা বলে। সম্মুখ হইতে যাওয়ার সময় মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রমাণ করো"।[১] একথা তিনি যেমন বলেছেন তেমনি পারিবারিক ক্ষেত্রেও এই রীতি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে মেনে চলা হয় অলে লেখিকা জানিয়েছেন-"জাপানে পরস্পর সম্মান প্রদর্শন করিয়া কথা বলার আদব কায়দা দেখিলে ইহাদের বিনম্র ভাব বোঝা যায়। যেমন প্রাতে উঠিয়া পিতামাতার নিকট, অপরে অপরের নিকট মাথা নিচু করিয়া প্রাতঃপ্রমাণ করিবে, এরূপ শয়নকালে ও অন্যান্য সময় করিয়া থাকে। তবে কথাগুলি বিভিন্ন। পাড়া প্রতিবেশীর সাক্ষাৎ হইলে নমস্কার জানান হয়".[২] লেখিকার এই দুটি বক্তব্য থেকে স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে এই সৌজন্যবোধ জাপানিদের জাতীয় চরিত্রের মজ্জাগত। এই সৌজন্যবোধের কথা সরোজনলিনীর কলমে উঠে এলেও পারিবারিক ক্ষেত্রে এই সৌজন্যবোধের কথা একমাত্র হরিপ্রভার বক্তব্য থেকেই জানা যায়। এক্ষেত্রে একটা কথা আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হয়

হরিপ্রভা একজন গৃহবধূ হিসেবে জাপানে গেছিলেন বলেই জাপানের পারিবারিক পরিবেশ এত সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। হরিপ্রভা জাপানিদের বিবাহরীতি সম্পর্কেও জানিয়েছেন। আমাদের দেশের মতো জাপানিরাও বিবাহের সময় মেয়েদের বিভিন্ন রকম উপঢোকন দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে পাঠায় বলে লেখিকা জানিয়েছেন। ঘরজামাইদের সম্পর্কে তিনি একটি অভিনব তথ্য পরিবেশন করেছেন- "কন্যা-সন্তান বিবাহান্তে শ্বশুরালয়ে যায়, অপুত্রক পিতার কন্যাকে ঘর-জামাই বিবাহ দেয় ও জামাতা স্বীয় পদবী ত্যাগ করে কন্যার পদবী গ্রহণ করে পুত্রস্থানীয় হয়"। [৩]ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘরজামাই রাখার বিষয়টি চালু থাকলেও কোথাও জামাই শ্বশুরের পদবী গ্রহণ করেনা। পক্ষান্তরে জাপানি সমাজের এই রীতিটির কথা তুলে ধরে লেখিকা এক অজানা সামাজিক ইতিহাস পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। আবার তৎকালীন সময়ে জাপানে রক্ষিতা স্ত্রী রাখার বিষয়টিও করেছেন এবং এই রক্ষিতাদের সম্পর্কে বলেন- "এদেশে পুরুষ 'মেকাফে'রক্ষিতা স্ত্রী রাখে এবং তা দোষণীয় মনে করে না। এদেশের 'গেইসা' নর্তকী স্ত্রীলোক শিক্ষিতা ও সুমার্জিতা হয়, বুদ্ধিমান ধনশালী ব্যক্তি শুধু আমোদ স্ফুর্তির জন্য এদের সঙ্গলাভে কাটায় না, অনেক মন্ত্রণা বুদ্ধি জটিল প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করে। এজন্য 'গেইসা' দের বিশেষ শিক্ষাচর্চার প্রয়োজন হয়। আসরে নিমন্ত্রণাদিতে 'গেইসা' বালিকা পরিবেশন ও নাচ গান করে সকলের মনোরঞ্জন করে"। [৪]জাপানের সমাজের এ এক অন্ধকার দিক বলা যায়-এই অন্ধকার দিকের কথা হরিপ্রভা ছাড়া আর কেউ বলেননি। এভাবেই জাপানের বহু অজানা বিষয় লেখিকার কলমে উঠে এসেছে।

হরিপ্রভা তাকেদা জাপানে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার সামাজিক রীতিনীতির কথা বলার পাশাপাশি ধর্মীয় রীতিনীতির নানান প্রসঙ্গও লেখিকার কলমে উঠে এসেছে। বৌদ্ধধর্মপ্রধান জাপানের বিভিন্ন মন্দিরে গিয়েছিলেন এবং সে সবের বর্ণনাও লিপিবদ্ধ করেছেন। শ্বশুরবাড়ির সন্নিকটস্থ মন্দিরের বর্ণনায় মন্দিরে প্রবেশের রীতি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়- "মন্দিরের প্রবেশ পথে সুবৃহৎ 'তোরিন'তল হইতে মাথার টুপি ও আবরণাদি খুলিয়া প্রবেশ করিতে হয়। এখানে প্রহরী থাকিয়া নিয়ম পালন করাইতেছে। একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পাহাড়ের গাত্র বাহিইয়া ঝির ঝির করিয়া যাইতেছে-প্রথমেই তাঁর পবিত্র জলে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিতে হইবে। এই শীতে বাগানের বাতাসে সমস্ত শরীর জমিয়া যাওয়ার উপক্রম, তাহাতে আবার শীতল জল হাত দেওয়া! কি করিব, একটু স্পর্শ করিলাম"। [৫] একথা বলার পাশাপাশি জাপানের মন্দিরগুলির পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কথাও বলেছেন। মন্দিরে ধর্মীয় উপাসনার কথা সরোজনলিনী দত্তও বলেছেন তবে হরিপ্রভা প্রতি গৃহে বুদ্ধমূর্তি রেখে উপাসনার রীতিটিও অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন- "একখানি বড় ঘড় কাগজের বেড়া দিয়া খন্ড করা হয়। প্রতি গৃহে এক একটি সুদৃশ্য পিতল নির্মিত বাক্সে গৃহ-দেবতা বুদ্ধ-মূর্তি রক্ষিত। প্রতিদিন গৃহস্বামী ধূপ ধূনা ও আলো জ্বালিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় পূজা করেন। গৃহকর্ত্রী কয়েকটি ভাতের ডেলা সাজাইয়া ভোগ দেন ও ফুলদানিতে ফুল ও পাতা সাজাইয়া রাখেন"। [৬]এর থেকে আমরা বুঝতে পারছি জাপানিরা অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে বুদ্ধদেবের আরাধনা করেন। জাপানিরা হিন্দুদের মতই বিশেষ বিশেষ সময়ে বাড়িতে পুরোহিতদের ডেকে পূজার্চনার আয়োজন করে থাকে বলে হরিপ্রভা জানিয়েছেন। দীর্ঘদিন পর ওয়েমন তাকেদা সস্ত্রীক বাড়িতে ফেরায় নবদম্পতির মঙ্গলকামনায় পূজা পাঠের আয়োজন করা হয়েছিল বলে লেখিকা উল্লেখ করেছেন। এভাবেই হরিপ্রভার কলমে জাপানের ধর্মীয় রীতিনীতির নানান দিক উঠে এসেছে।

হরিপ্রভা তাকেদা তাঁর "বঙ্গমহিলার জাপানযাত্রা" গ্রন্থটিতে নারীভাবনার নিজস্ব প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এখানে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে হরিপ্রভা কেবলমাত্র দেশদর্শনের জন্য জাপানে যাননি। শ্বশুরবাড়ির বধূ হিসেবে জাপানে গিয়ে নিজের চোখে জাপানের নারীদের সমকালীন অবস্থাটি পর্যবেক্ষণ করে তা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। একজন সাধারণ ভ্রমণপিপাসুর দৃষ্টিভঙ্গীতে যে সব বিষয় কখনই ধরা পড়া সম্ভব নয় জাপানের নারীদের সম্পর্কে তেমনই বহু অজানা তথ্য লেখিকা তাঁর রচনায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের বধূ হিসেবে জাপানে গিয়ে দীর্ঘদিন শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে কাটিয়েছিলেন বলেই তাঁর রচনায় অন্দরমহলের আনেক আজানা খবর উঠে এসেছে। গ্রন্থের শুরুতে লেখিকার বক্তব্য থেকে অতি সহজেই বোঝা যায় শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের আশীর্বাদ পাবার জন্য তিনি কতটা উদগ্রীব ছিলেন- "বিবাহের পর শ্বশুর-শাশুড়ির আশীর্বাদ লাভ করিতে ইচ্ছা হইত, তাহাদের নিকট পত্র লিখিয়া যখন তাহাদের ফটোসহ আশীর্বাদ পূর্ণ একখানি পত্র পাইলাম ও তাহারা আমাদের দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া পত্র লিখিলেন, আমার প্রাণ তখন আনন্দে ভরিয়া গেল"। [৭] এই আকাঙ্ক্ষা যার হৃদয়ের প্রকাশ তিনি একজন আবেগপ্রবন বাঙালি নারী যিনি গুরুজনদের আশীর্বাদকে ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় করে তুলতে চেয়েছিলেন। তবুও তাঁর মধ্যে একটা ভাবনা কাজ করছিল শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করবেন। তবে সেখানে গিয়ে শাশুড়ির আদর যত্নে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন- "আমার শাশুড়ি ঠাকুরাণী স্বহস্তে আমার খাবার প্রস্তুত করিয়া দিলেন। শীতের জন্য বড় কষ্ট পাইতেছি ইত্যাদি বলিয়া তাড়াতাড়ি বিছানা প্রস্তুত করিয়া দিলেন ও শীঘ্র শয়ন

করিতে বলিলেন। নিমন্ত্রিতগণ আহারের পর নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন"। [৮]এই য়াদর যত্নে একজন স্নেহশীলা মাতাকেই খুঁজে পাওয়া যায় যিনি মাতৃস্নেহে পুত্রবধূকে বুকে আগলে রাখতে চেয়েছিলেন। ওয়েমন তাকেদার মায়ের এই সেবার থেকে বোঝা যায় তিনি পুত্রবধূকে অত্যন্ত ভালোবেসেছিলেন। লেখিকার এই রচনায় শাশুড়ি-পুত্রবধূর সম্পর্কের এক নতুন রসায়ন খুঁজে পাওয়া যায়-"আমার শাশুড়ি ঠাকুরানি ও অন্যান্য আত্মীয়গণ সর্বদা আমরা যাহাতে কোন কষ্ট না হয় তাহাই করিতেন। আমার সকল কাজ তিনি করিয়া দিতেন। কূপ হইতে কদাচিৎ জল তুলিতে বা বস্ত্রাদি কাচিতে গেলে তাহা হাত হইতে জোর করিয়া লইয়া নিজে সম্পন্ন করিতেন, আমি আপত্তি করিলে বলিতেন, 'শীতে কষ্ট হইবে ও অসুখ হইবে'। ৬০ বৎসর বয়স হইয়াছে কিন্তু এত পরিশ্রম করিতে পারেন, যাহা আমাদের মত ২/৩ জনেও সমর্থ হয় না। আমি আহারাদি প্রস্তুত, গৃহ পরিস্কার যে কোন কাজ করিতে যাইতাম, আমাকে সরাইয়া নিজে সমাধা করিতেন"। [৯] এভাবেই অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে নিজের বিদেশিনি শাশুড়ির যত্ন আত্তি অকুণ্ঠ চিত্তে পাঠকের সামনে ঘোষনা করে বুঝিয়ে দিলেন গিয়ে তিনি কতটা আদর যত্ন পেয়েছিলেন। অন্দরমহলের এই খবর একমাত্র হরিপ্রভার কলমেই উঠে এসেছে। উঠে নারীভাবনার এ এক সম্পূর্ণ নতুন দিক।

অন্দরমহলের এই কথা বলার পাশাপাশি হরিপ্রভা কর্মমুখর, আত্মনির্ভলশীল জাপানি নারীদের কথাও তুলে ধরেছেন; যে নারীরা পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয় কৃষিক্ষেত্রে কাজ করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। লেখিকা জানিয়েছেন-"জাপানের মাধুর্যময়ী গ্রাম্য বালিকাও সভাসমিতি ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে জীবন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করে, সাইকেল্বে চড়ে বহুদূর পথ গমনাগমন করে। পুরুষের সঙ্গে সমভাবে চলে – ট্রামে বাসে চলা ফেরা করে এবং চালক কন্ডাক্টরের কাজ করে। কারখানায় অফিসে হাসপাতালে স্টেশনে দোকানে হোটেলে, কৃষিক্ষেত্রে, সমুদ্রে মাছধরা প্রভৃতি সমস্ত কাজ এরা করে, অথচ কৃষকপত্নী কৃষকন্যাতা জেলেনি সকলেই লেখাপড়া শেখে, দৈনিক কাগজ পড়ে"। [১০]এভাবেই লেখিকার কলমে জাপানের নারী সমাজের কথা উঠে এসেছে। এর থেকে আমরা বলতে পারি, মুখে আমরা যতই নারী স্বাধীনতার কথা বলি না কেন আমাদের দেশের নারীরাক এখনও প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনি কিন্তু জাপান বহু আগে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল নারী স্বাধীনতা পেতে গেলে অবশ্যই নারীকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং কর্মের মাধ্যমেই নারী তাঁর 'অর্ধেক আকাশ' হয়ে ওঠার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে। জাপানই প্রকৃতপক্ষে নারীকে 'অর্ধেক আকাশ' হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল বহু আগে।

হরিপ্রভা তাকেদা ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয়বারের জন্য জাপান যাত্রা করেছিলেন যখন সারা বিশ্বে আছড়ে পড়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঢেউ। 'বঙ্গমহিলার জাপানযাত্রা' গ্রন্থটিতে যুদ্ধবিদ্ধস্ত জাপানের বিস্তৃত বিবরণ লেখিকা তুলে ধরেছেন। জাহাজে যাত্রাকালে প্রতিপদে ছিল মৃত্যুর হাতছানি। সিঙ্গাপুরে কাছে ভাসামান মাইনের খবর থাকায় জাহাজের বারোশোজন যাত্রী কিভাবে সময় কাটাচ্ছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখিকা জানিয়েছেন- "সিঙ্গাপুরের কাছাকাছি সমুদ্রে ভাসামান ছিন্ন মাইন, জাহাজে ঠেকলে জাহাজ তলিয়ে যাবে আশঙ্কায় জাহাজে সন্তর্পণে ধীরে ধীরে চলছে। যাত্রীগণ যে কোন মুহূর্তে জাহাজডুবির ভয়ে রাত্রি জাগরণে বসে আছেন। বিপদ সঙ্কেত শুন্লেই নিমজ্জমান জাহাজ থেকে নেমে যাবেন বাঁচার চেষ্টায়"।[১১] পথের বিপদের কথা বলার পাশাপাশি যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপানে প্রবল খাদ্যসঙ্কটের কথাও তুলে ধরেছেন। টোকিও শহরে এই খাদ্যসঙ্কটের বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন- "ঠিকমত থাকার ব্যবস্থা না হওয়ায় আমাদের ration কার্ড গ্রাম থেকে আনতে পারি নাই। সে সময় সঙ্গের আহার সামগ্রী নিঃশেষ হওয়ায় শ্রমিকদের কার্ড নিয়ে লাইন করে দোকানে দোকানে আহার্য পাওয়ায় চেষ্টা করতে হত। অপরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত কুলি-মজুত-শ্রমিকদের সঙ্গে এক যবাদি মিশ্রিত ভাতের মন্ড, একটু সেদ্ধ শাক ও লবণ জারিত মূলার টুকরো লাইনে দাঁড়িয়ে খেয়ে বেরিয়ে আসতে হয়। প্রাতে একটু কফি ও আঙুলের মত দুই টুকরো পাঁউরুটি"। ১২ এর থেকে বোঝা যায় সেই সময় জাপানের খাদ্যসঙ্কট কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল। খাদ্য, বাসস্থান সর্বত্রই প্রবল সঙ্কট জাপানের জনজীবনকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল লেখিকার এই বক্তব্য তাই প্রমাণ করে।

আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও জাপানে আস্তানা গেড়েছিলেন ইতিহাস সম্মত এই তথ্য লেখিকার বাস্তব জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছিল। তিনি বিপ্লবী রাসবিহারী বসু এমনকি স্বয়ং নেতাজীর সংস্পর্শেও এসেছিলেন। লেখিকা নিজে সে কথা উল্লেখ করে বলেছেন- "১৯৪৪-এর ১লা নভেম্বর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যুদ্ধ স্থল থেকে টোকিও এসেছেন। রেডিও অফিসে যাওয়ার পথে হিবিয়া পার্ক হলে তাঁর বক্তৃতা শুনতে যাই। ৯ই নভেম্বর Geihekkan হোটেলে ভারতীয়দের সঙ্গে নেতাজীর সম্মিলনে যোগ দেই। একত্রে জলযোগ ও ফটো তোলা হয়। নেতাজীর মোটের বাড়ি

ফিরে আসি"।[১৩] নেতাজীর একান্ত অনুরোধে হরিপ্রভা আজাদহিন্দ বাহিনীর রেডিও বার্তাও প্রচার করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় নেতাজীর সঙ্গে লেখিকার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আবার যুদ্ধের জন্য কী ধরনের সতর্ক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তারও বর্ণনা দিয়েছেন। যুদ্ধের সময় জাপানের উপর বোমাবর্ষনের সময় কীভাবে আত্মারক্ষা করা হত তার রোমহর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন- "২৪শে নভেম্বর নেতাজীর নিমন্ত্রণে আমরা Imperial হোটেলে যাই। ১২টায় তথায় পৌঁছানোমাত্র টোকিওতে প্রথম বিমানক্রমণের সাইনের বেজে ওঠে। ইতিপূর্বে ১লা নভেম্বর একবার সর্তক সাইরেন বেজেছিল। আজ ৭০টি Plane টোকিও বন্দরের জাহাজগুলি আক্রমণ করে। আমরা হোটেলে নীচে ভূমিগর্ভস্থ গৃহে নেমে যাই। অতঃপর আক্রমণের গুরুত্ব বুঝে আরও নিরাপদ Nippon Semon Hokei Kaisha জীবনবিমা কোম্পানীর সাত তলা ভূমিনিমস্থ গৃহে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়। নেতাজী আমাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে পরে নিজে উঠেলেন। হোটেল থেকে ২ মিনিট পথ যেয়ে উভয় পার্শ্বে দর্শকবৃন্দের অভিবাদন ও সম্মান লাভ করতে করতে নেতাজীর সঙ্গে নীচে নেমে গেলাম। Lift বন্ধ থাকায় অন্ধকার সিড়ি বেয়ে কর্নেল চ্যাটার্জি আমায় হাত ধরে নামালেন"।[১৪] এই বর্ণনা পাঠককে যেমন যুদ্ধের সতর্কতা সম্পর্কে অবহিত করে তেমনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণপুরুষ নেতাজীর সংস্পর্শে থাকা একজন সাধারণ বাঙালি নারীর রচনা থেকে জানতে পারা আমাদের কাছে অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়।

হরিপ্রভা যুদ্ধবিদ্ধস্ত জাপানের যে ছবি তুলে ধরেছেন তা আর কোনো রচনাতেই পাওয়া যায় না। অন্যান্য রচয়িত্রীরা কেউই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসার গৌরবগাথা তাঁদের ভ্রমণকাহিনিতে তুলে ধরেননি কিন্তু হরিপ্রভার রচনাতে আমরা সেই গৌরবের কথা জানতে পেরেছি। এমন কিছু খবরাখবর এই বইতে লেখিকা দিয়েছেন যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের নিরিখে, নেতাজীর মৃত্যু সংক্রান্ত খবরটি তেমনই একটি বিষয়। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যটি হল- "২০শে আগস্ট নেতাজী ব্যাঙ্কক থেকে আসার পথে নিহত হওয়ার সংবাদ পেলাম। নভেম্বরের মধ্যভাগে আমি টোকিও যাই। সে সময় মি.রহমান ও মি. আয়ারের সঙ্গে দেখা। তাঁদের ভারতে পাঠান হচ্ছে। মি.রহমান নেতাজী সুভাষ বসুর সঙ্গে প্লেন দুর্ঘটনার ও হাসপাতালে ছিলেন তাঁর দেহের পোড়া দাগগুলি দেখালেন"।[১৫] লেখিকার এই বক্তব্য অনেকাংশেই সত্য বলে মনে হয় কারণ নেতাজীর জীবনের শেষ সঙ্গী এই মি.রহমানই ছিলেন। এই ধরনের এক অজানা তথ্য পরিবেশন করে লেখিকা এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। লেখিকার কলমে যুদ্ধবিদ্ধস্ত জাপানেরয়ে ছবি উঠে এসেছে তা ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে সেদিক থেকে এর ঐতিহাসিক গুরত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে বাঙালির প্রিয় নেতা নেতাজীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ের এমন ঐতিহাসিক বর্ণনা গ্রন্থটিকে আরও আকর্ষণীয় ও মূল্যবান করে তুলেছে বাঙালি জীবনে।

তথ্যসূত্র

১. তাকেদা হরিপ্রভা, 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা', মঞ্জুশ্রী সিংহ, সংকলন ও সম্পাদনাঃ 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা', ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ,১৯১৫, প্রথম ডি.এম। কলকাতা সংস্করণঃ ১৪১৫, পৃষ্ঠা, ৩০।

২. তাকেদা হরিপ্রভা, 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা', মঞ্জুশ্রী সিংহ, সংকলন ও সম্পাদনা; 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা,' ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯১৫, প্রথম ডি.এম.কলকাতা সংস্করণ, পৃষ্ঠা, ৩৭।

৩. তাকেদা হরিপ্রভা, 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা', মঞ্জুশ্রী সিংহ, সংকলন ও সম্পাদনা; 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা', ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯১৫, প্রথম ডি.এম.কলকাতা সংরস্করণ;১৪১৫, পৃষ্ঠা, ৬০।

৪. তাকেদা হরিপ্রভা, 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা', মঞ্জুশ্রী সিংহ, সংকলন ও সম্পাদনা; 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা', ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯১৫, প্রথম ডি.এম.কলকাতা সংস্করণঃ ১৪১৫, পৃষ্ঠা, ৬১।

৫. তাকেদা হরিপ্রভা, 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা', মঞ্জুশ্রী সিংহ, সংকলন ও সম্পাদনাঃ 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা', ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯১৫, প্রথম ডি.এম.কলকাতা সংস্করণঃ ১৪১৫, পৃষ্ঠা, ৩৪।

৬. তাকেদা হরিপ্রভা, 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা', মঞ্জুশ্রী সিংহ, সংকলন ও সম্পাদনাঃ 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা', ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯১৫, প্রথম ডি.এম.কলকাতা সংস্করণঃ ১৪১৫, পৃষ্ঠা, ১৯।

৭. তাকেদা হরিপ্রভা, 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা', মঞ্জুশ্রী সিংহ, সংকলন ও সম্পাদনাঃ 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা', ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯১৫, প্রথম ডি.এম.কলকাতা সংস্করণঃ ১৪১৫, পৃষ্ঠা, ১৯।

৮. তাকেদা হরিপ্রভা, 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা', মঞ্জুশ্রী সিংহ, সংকলন ও সম্পাদনাঃ 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা', ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯১৫, প্রথম ডি.এম.কলকাতা সংস্করণঃ ১৪১৫, পৃষ্ঠা, ৩২।

৯. তাকেদা হরিপ্রভা, 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা', মঞ্জুশ্রী সিংহ, সংকলন ও সম্পাদনাঃ 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা', ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯১৫, প্রথম ডি.এম.কলকাতা সংস্করণঃ ১৪১৫, পৃষ্ঠা, ৪৯।

১০. তাকেদা হরিপ্রভা, 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা', মঞ্জুশ্রী সিংহ, সংকলন ও সম্পাদনাঃ 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা', ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯১৫, প্রথম ডি.এম.কলকাতা সংস্করণঃ ১৪১৫, পৃষ্ঠা,৫৮।

১১. তাকেদা হরিপ্রভা, 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা', মঞ্জুশ্রী সিংহ, সংকলন ও সম্পাদনাঃ 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা', ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯১৫, প্রথম ডি.এম.কলকাতা সংস্করণঃ ১৪১৫, পৃষ্ঠা, ৬৬।

১২. তাকেদা হরিপ্রভা, 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা', মঞ্জুশ্রী সিংহ, সংকলন ও সম্পাদনাঃ 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা', ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯১৫, প্রথম ডি.এম.কলকাতা সংস্করণঃ ১৪১৫, পৃষ্ঠা, ৭২।

১৩. তাকেদা হরিপ্রভা, 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা', মঞ্জুশ্রী সিংহ, সংকলন ও সম্পাদনাঃ 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা', ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯১৫, প্রথম ডি.এম.কলকাতা সংস্করণঃ ১৪১৫, পৃষ্ঠা, ৭৫।

১৪. তাকেদা হরিপ্রভা, 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা', মঞ্জুশ্রী সিংহ, সংকলন ও সম্পাদনাঃ 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা', ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯১৫, প্রথম ডি.এম.কলকাতা সংস্করণঃ ১৪১৫, পৃষ্ঠা, ৭৬।

১৫. তাকেদা হরিপ্রভা, 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা', মঞ্জুশ্রী সিংহ, সংকলন ও সম্পাদনাঃ 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা', ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯১৫, প্রথম ডি.এম.কলকাতা সংস্করণঃ ১৪১৫, পৃষ্ঠা, ৮০।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. চট্টোপাধ্যায় কুন্তল-সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ-রত্নাবলি –কলকাতা-প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৫-চতুর্থ সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণঃ-২০০৬

২. চট্টোপাধ্যায় ডঃ পার্থ- 'বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যে মুক্তচিন্তা'- মিত্র ও ঘোষ – কলকাতা-প্রথম প্রকাশঃ১৪১৮

৩. তাকেদা হরিপ্রভা, বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা, ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথমঃ১৯১৫,প্রথম ডি.এম.কলকাতা সংস্করণঃ১৪১৫।

৪. দত্ত সোনালী-মুক্তি সংগ্রামে বাংলার উপেক্ষিতা নারী – র‍্যাডিক্যাল – কলকাতা – প্রথম প্রকাশঃ২০১৫

৫. ধর কৃষন-ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বাংলা-তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রথম প্রকাশঃ১৯৯৭

৬. বসু স্বপন –উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা –বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ - কলকাতা –প্রথম প্রকাশঃ১৪১২-তৃতীয় সংস্করণঃ ১৪২১

৭. মুরশিদ গোলাম –নারী প্রগতি আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী-নয়া উদ্যোগ-কলকাতা –প্রথম ভারতীয় সংস্করণঃ২০০১